শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

(দ্বিতীয় প্রবাহ)

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীরূপানুগপ্রবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্য-ভাস্কর
১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

(দ্বিতীয় প্রবাহ)

তৃতীয় সংস্করণ

[শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা-৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ]

[ভিক্ষা— 121-10

প্রকাশক :

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
ফোন : মায়াপুর-২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০, বি রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৭৬-২২৬০

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস,' হইতে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

দ্বিতীয় প্রবাহ

প্রয়াগ তত্ত্ব

[ফতেপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ সান্যাল মহাশয় প্রয়াগ শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা প্রসঙ্গে বলিতে থাকেন—]

এই প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দশদিন ধ'রে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দি'য়েছিলেন। প্রয়াগ—প্রকৃষ্ট যজ্ঞের স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এখানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন ক'রে দশটী অশ্ব অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয়ের বিলোপসাধন দ্বারা মেধ বা যজ্ঞ ক'রেছিলেন। লোকে তিন ভাবে যজ্ঞ করে। পারলৌকিক লাভের বা স্বর্গ পাবার জন্য অথবা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হওয়ার জন্য। যে যজ্ঞে পশুহননাদির কথা আছে, সে যজ্ঞ প্রয়াগ নহে—নিকৃষ্ট যজ্ঞ। আর এক প্রকার যজ্ঞ, সেও দশ ইন্দ্রিয় দ্বারে। সেটা হ'য়েছিল—কাশীতে। সে যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা নিজের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবাসুখে উদাসীন হ'লো। নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বধ ক'রে, নিজেদের সবিশেষভাব নষ্ট ক'রে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে সবিশেষ বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষভাব-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ক'রেছিল। সেই স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্বন্ধ জ্ঞান দিবার জন্য কাশীর দশাশ্বমেধ-তীর্থ-

সন্নিধানে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা ব'লেছিলেন। আর এখানে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট না ক'রে অথবা ইন্দ্রিয়বর্গকে যথেচ্ছ বিহার ক'রতে না দিয়ে ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। এই ইন্দ্রিয় যজ্ঞ দশাশ্বমেধের কথা আমরা মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভু দশদিন ধ'রে দশ ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ শিক্ষা দিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের যাজন জানান নাই—আত্মার দ্বারা আত্মার পরমোচ্চ অবস্থায় পরমোচ্চ ভাবে ভগবানের পরমোচ্চ অবস্থার ভজনের কথা ব'লেছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ত্রিবেণীর উপর ছিল। এখন যমুনা সরিয়া যাওয়ায় ত্রিবেণীও দূরে গিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী উপদেশ ক'রেছিলেন, আজ সেই বেদপতি, বাণী-বিনোদ মহাপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভুকে বেদ-গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তির কথা ব'লে ভোগরাজ্যে—ভগবানের সেবাবিমুখ-রাজ্যে ভক্তিরস-সমুদ্র প্রবাহিত ক'রলেন। গোমুখীর দ্বারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হ'য়ে সর্ব্বদেশ পবিত্র ক'রেছেন, শ্রীরূপপ্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র বিষয়-মরুতে প্রবাহিত হ'য়ে অমর জগতের পরমামৃতের সন্ধান দিচ্ছেন।

> "প্রভু কহে,—শুন রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ'।
> সূত্ররূপে কহি, বিস্তর না যায় বর্ণন ॥
> পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু
> তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥"
>
> (চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৬-১৩৭)

ভক্তি-রসসিন্ধুর বিন্দু পানে প্রমত্ত হ'য়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা ক'রেছেন। সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এক-

বিন্দু পান ক'র্‌লে জীব—ধন্য, ধন্য-ধন্য, ধন্যাতি-ধন্য হ'য়ে যাবে। জগতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান কবি, সাহিত্যিকের অভাব নেই। এমন কি, ধার্ম্মিকগণেরও (?) অভাব নেই ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ আলোচনা করার সৌভাগ্য অনেকেরই নেই। আলোচনা করা ন' দূরে থাক্, তাঁর সন্ধানও অনেকে রাখেন না। এই অমূল্য-গ্রন্থ আলোচনার অভাবে মঞ্জুষাবদ্ধ হ'য়েছেন, আবার দুষ্প্রাপ্যও হ'য়েছেন। অনেক ধনী ভারতে আছেন। তাঁ'রা বাজে কাজে, সখে অনেক অর্থ উড়িয়ে দেন ; কিন্তু এমন একটী অমর—অপার্থিব গ্রন্থের প্রকাশ করেন না, যা' প্রকাশ ক'র্‌লে, পাঠ ক'র্‌লে, রসিক ভক্তের সঙ্গে প'ড়লে তিনিও ধন্য হ'বেন, বাকী বহুলোক ধন্য হ'বার সুযোগ পাবে।

পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা

[স্বনামধন্য স্বধামগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুযোগ্য পুত্র সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবার পার্থক্য জানান।]

নিরাকার ও সাকার প্রভৃতি প্রচলিত পরিভাষা সকলই অতৎ বা পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক। নিরাকারবাদী অবকাশ বা আকাশের কিম্বা নিজের কল্পনা গঠিত জ্যোতিঃ প্রভৃতি পুত্তলের পূজা করেন ব'লে তাঁ'রাও তথাকথিত সাকারবাদীর ন্যায় পৌত্তলিক। যাঁ'রা ব্যুৎপরস্ত, তাঁ'রা স্থূল পৌত্তলিক, আর যাঁ'রা অবকাশ বা নিজের কল্পনার পূজা করেন, তাঁ'রা সূক্ষ্ম পৌত্তলিক এইমাত্র ভেদ। বৈষ্ণবগণ—

শ্রীমদ্ভাগবতের সেবকগণ এইরূপ পুত্তল পূজার আদর করেন না। [এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোকের বিচার কীর্ত্তন করেন।] **** আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌বেন, পুত্তল দেখ্‌বেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার পরম কৃপাময় ভগবদবতার।

উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-শ্রীমদ্ভাগবত

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের বহু মন্ত্র, বাদরায়ণসূত্রের বহু সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—]

কৃত্রিম ভাষ্যের দ্বারা বেদান্ত বুঝ্‌বার যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের পক্ষে বিশেষ অনর্থ উপস্থিত হ'চ্ছে। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বপাদ ঋক্ সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখেছেন। *** এখন পর্য্যন্ত ভক্তিবিরোধিসম্প্রদায় ছান্দোগ্যোপনিষৎ নষ্ট ক'রতে পারেন নাই—একায়ন নষ্ট ক'রতে পারেন নাই, শ্বেতাশ্বতর নষ্ট ক'রতে পারেন নাই, 'নিত্যো নিত্যানাং' শ্রুতি, 'দ্বা সুবর্ণা' শ্রুতি, 'ঈশাবাস্যমিদং' শ্রুতি, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' শ্রুতি, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' শ্রুতি, 'শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' শ্রুতি, 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্যেতি,' 'তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত', 'পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে', 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি নষ্ট ক'রতে পারেন নাই। যদি

পারতেন, তা' হ'লে কৈবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হ'ত। ভাগবত যে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির কথা ব'লেছেন, সেই কৃষ্ণস্মৃতি বিনষ্ট ক'রবার জন্য অসংখ্য কংস, জরাসন্ধ উদিত হ'তে পারেন, কিন্তু তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—শ্রীরূপ প্রভুর দাসগণের কৃপায়। × × × বৈষ্ণবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম।

শ্রীগোপীদাস্যপ্রাপ্তিই—
শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া।

[আয়কর-বিভাগের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বরিশালনিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম-এ, পি-আর এস্, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার কথা অতিমর্ত্ত্য আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলেন,—]

যদিও আমরা বর্ত্তমানে অনেকে একটা নৈতিক পরিণয়-গ্রন্থিতে বদ্ধ হ'য়ে র'য়েছি, তথাপি অপ্রাকৃত কামদেব আমাদিগকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁ'র সেবায় সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার দিতে পারেন; এমন কি, নারায়ণের লক্ষ্মীকে তিনি গোপীগণের দাসী ক'রে তাঁ'র সেবা দিতে পারেন; তিনি এত বড় দয়ালু! মানবজাতি এই জাগতিক মনোময়ী চিন্তার স্রোতে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত ভগবানের দয়ার অবধি

হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন না। তাঁ'রা মনে করেন, এ আবার কি দয়া? দুই দিনের ইন্দ্রিয়ের নশ্বর সুখের জন্য বহির্জ্জগতের মুটেগিরি করা, ছাই পাঁশের বোঝা বহন করা, সভ্যতার নামে শঠতা বিস্তার করা, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষের স্বপ্ন দেখাই কি দয়ার উদাহরণ? ইহা মানবজাতির, বিশেষতঃ গৌড়দেশবাসী ব'লে যাঁ'রা অভিমান করেন, তাঁ'দের পক্ষে মহাদুর্ভাগ্যের কথা।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্লোক-চতুষ্টয়ের গৌরপর ব্যাখ্যা

**** 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য। শতকরা শত পরিমাণ সেবা শ্রীকৃষ্ণই আকর্ষণ ক'রে থাকেন। [এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকটির প্রতিপদ কিরূপে শঙ্করাচার্য্যের কথিত চারিটি প্রাদেশিক মহাবাক্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সার্ব্বদেশিক বেদের সকল বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতি মন্ত্র, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী' পদদ্বয়ে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' ও 'মানদ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' ইহাই 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'কীর্ত্তনীয়ঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। কীর্ত্তন জন্য প্রেমাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' তৃণাদপি শ্লোকের 'হরি' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। 'অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ

ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যই 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

শ্রীচৈতন্যের দান

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাব-ক্লিষ্ট ; সেই অভাব যাঁ'রা মোচন করেন, তাঁ'রা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'রপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থীগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান নির্ব্বুদ্ধিগণকে তাঁ'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তেও আশা ক'রতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর

যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টি-সম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা'হলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেম প্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অধিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই—

'অয়ি দীন' এই বিপ্রলম্ভগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-

প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তাঁ'রই সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। বিপ্রলম্ভ-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলা-শুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হ'ক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়েছিলেন—

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥'

যে ব্যাক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বল্লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে।

ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা নাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ; আমরা কাঙ্গাল তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আস‌তে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ রস আমরা দর্শন কর্‌তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রে-ছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

---

* এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণ্যের সভায় শীঘ্রই ভাব সঙ্কোচ করিয়া পরবর্ত্তী কথাসমূহ বলিতে থাকেন। —সঙ্কলক

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণ বিরহ-বিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূল মন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িতভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশুভদ

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয় নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'র্‌তে ক'র্‌তেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কি প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি প্রকারে উৎক্রান্তদশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদ বাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয় লাভ করুক। যে সকল লোকের বিষয়-কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূল সাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত ক'রছে। 'হাম খোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-

বিজাতীয়-ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পে'তে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর ; তা'তে আট প্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে,—তা'র উপর যে প্রকারে বিকৃত-ভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ'চ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ করবার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ আমরা প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানব জাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের—'শ্রীকৃষ্ণটী' মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন'ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা'রও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের কৃষ্ণ ন'ন।

বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা

বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গেয়ে বেড়া'তে লাগ্‌লেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটী, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চমস্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্‌তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতার-জাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষ-মাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতী-গণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'র্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে

পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'র্তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাক্‌লে—যোগ্যতা না থাক্‌লে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'র্তে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব—প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তাঁ' হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্বসুখোদয় না হয়, তা'হলে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে প'ড়্তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমান্‌গণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন।

পরমার্থ

[পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ]

সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁদের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁরা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না ক'র্‌লেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যে'তে পারেন, কিন্তু আমার সে আশা ভরসা নেই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে যে কথা শু'নেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক'রে ব'লেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ ক'রেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে জিনিষ দি'য়েছেন, তা' সাধারণ মন্ত্র নহে—**মহামন্ত্র**। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ' 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র।

সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

বৈকুণ্ঠনাম ও কুণ্ঠনাম

সেই নাম—**বৈকুণ্ঠনাম**। সেই নাম এই কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দে'খতে হ'লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘ-হরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ ক'র্লে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্ম্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য—অন্যান্য চর্চ্চা কর্‌বার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ—কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে তা' ব'লে দি'য়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁ'র পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে

আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

অর্থ ও পরমার্থ

আজকে আমাদের কৃত্যপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা' হ'তে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস কর্‌ছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্যজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হ'তে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ'তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ'য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা কর্‌বার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আমাদিগের ইহ জগতে কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই; আমরা অকিঞ্চন।

ভগবান্‌কে আশ্রয় না কর্‌লে মায়ার প্রভু হ'বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ ক'রে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন, তা'তে গৌরসুন্দরের কথাটী বড়ই অনুকূল হয়,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।'

সর্ব্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্ত্তনীয়। খানিকক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ কর্‌লাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকু ভাব দেখা'-লাম. পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নাম গ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁরা তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচেন আদর্শপ্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁ'র দাস্য কর্‌লে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে। তাঁর পাদপদ্মসেবা অতিক্রম কর্‌লে কিছু সুবিধা হ'বে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ॥'

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য করবার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা' শ্রীগুরু পাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হ'লেই লাভ হয়।

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ কর্‌বার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অনুগ্রহ-

প্রার্থী মাত্র; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্য্যের ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

'বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥'

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনা-দেরও মতভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা ভরসা নেই, তখন ভগবান্‌কে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্যই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত এই ভার গ্রহণ ক'রলাম। আমি এজগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এ জগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্য আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথা-শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বল্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ কর্‌ছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' বলা হ'য়েছে।

বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহ

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁকেই বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়াভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না ক'রতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয় ; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের

ভাব-কান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক্ হয়ে বিপথগামি হচ্ছি, তা' হতে রক্ষা করবার জন্য বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিৎচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নর-শরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্ব্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্ব্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত ; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ; ছান্দোগ্য ব'লছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

এখান হ'তে একটী উর্দ্ধস্থিত গোলক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা,তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জান্‌তে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটী সুন্দর পানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'লতে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ

জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়িভাবে সন্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্‌বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হলেও আমরা তাঁদের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পে'তে পারি। অসাত্বত শাস্ত্রমধ্যেও অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হ'তে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত শাস্ত্র হ'তে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্বত শাস্ত্র ত' একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা' আমাদিগকে সাহায্য ক'র্‌বে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেক-ভাবে সাহায্য কর্‌বে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্বয়ভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ কর্‌বার জন্য আমাদিগের যত্ন হয় নাই।

[শ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত অভিভাষণ।]

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেরঅতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারাবিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক্ রাখে। এখানকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই "পরমার্থ" বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন,

তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর লাভের আশায় পারমার্থিক-রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদ্‌চিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যাতিরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভণীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্ম্মের প্রতিকুল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকুল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশসমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্টসিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণানুসন্ধান

"কৃষ্ণানুসন্ধান" শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি—"কৃষ্ণ" ও "অনুসন্ধান"। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অজ্ঞরূঢ়ি গ্রহণ করিব না,

পরন্তু বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, সানকি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধাবৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ-দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

কৃষ্ণ শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্‌-রূঢ়িবৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্

হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

একায়ন পন্থার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্য-জ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম নামীর—বাচক বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

অনুসন্ধান ও অনুশীলন

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন' শব্দের তাৎপর্য্যে নির্ব্বিঘ্ন না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু

ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

বিদ্বদ্রূঢ়িতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থ। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্যস্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রকাশ-বৈচিত্র। এই চন্দ্রসূর্যাই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অদ্বয়জ্ঞাননন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

স্ফোটবিচারোত্থ বৈকুণ্ঠ বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে

ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট বিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্ম যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই স্থষ্ঠুতা লাভ করে ; কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়-জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হ'লে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি ক্রমে হরিসম্বন্ধি-বস্তু ত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্‌বিশ্বের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিশ্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমর এই সকল কথা ব'লবার প্রয়োজনীয়তা আছে জানলেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই ; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট ক'রবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ ক'রলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জেনে ইহা ব'লতে সাহসী হ'লাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'য়ে নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্ত্তন ক'রতে পারি, কা'রও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

[পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় ভাষণ]

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল ; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা একদিন পেছিয়ে প'ড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে,

আমরা কিছু ভাল কথা জানতে পারব। যাঁ'রা এ বিষয়ে অনুরাগ বিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুনতা লাভ ক'রেছেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলেন।

গুরুদেবতাত্মা সেবকের বিচার

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মের বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুন্‌তে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন ক'র্‌তে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হ'তেও সাত্বতগম যেমন তাঁদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তা'র আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তব সত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ ক'র্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁদের সে সকল কথা শু'নে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁদের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নেই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্মে শুনেছি,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥'

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগনের পাদুকাবহনকারী,

তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয় পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁ'দের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য ক'র্‌তে পারেন, তজ্জন্যই তাঁদের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল; কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলি ও তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি অধিকাংশ স্থলেই তাঁরা তা' বুঝতে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে কথার আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁ'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি।

মুক্ত ও বদ্ধের অভিলাস তারতম্য

কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাসের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিলেন; কিন্তু আমরা জানি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ যে সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়, Liberated soul এর কথা নয়, Conditioned soul (বদ্ধজীব) এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

'যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥'

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, 'আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা ক'র্‌বো ?

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

'ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পালন ক'রতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হ'চ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য কববার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'ক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি—

'বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতম-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥'

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

'কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥'

ব্যাধি নিরাময় হ'ক কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অন্যান্য-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা, হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এজন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা--এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁরা কাম-ক্রোধের সেবার রুচিসম্পন্ন, তাঁরা অন্যরূপ বিচার ক'র্‌তে পারেন; কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হতে শ্রবণ ক'রেছি—

'কামাদীনাং কতি ন্ কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা নং ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

আমরা ভিক্ষুক, তা, ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্য-চন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা' হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন। আমাদের ভিক্ষা,—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥'

শ্রীচৈতন্যদেব ও সঙ্গবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥'

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁরও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব সেবা (?) ক'রবার একটু স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁকে হরিণ-শিশু হ'য়ে জন্ম লাভ ক'র্তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ

করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

ললিতপুরের দারী সন্ন্যাসী

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন ক'রবার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন, ইহা আশীর্ব্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শু'নে মহাপ্রভুকে ব'ল্লেন—"আমি পূর্ব্বে যা' শু'নেছি, আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্লে লোক তা'কে ঠেঙ্গা নিয়ে মার্‌তে যায়।" এই ব্রাহ্মণ-কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হ'ক বর দিলাম—এর উপকার ক'রতে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লো! নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে ব'ল্‌তে লাগলেন,— "আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে এ'র কোন দোষ

নেবেন না।” নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ’য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা’তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক’রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার ক’র্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে ‘আনন্দ’ গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত ক’র্‌তে লাগ্‌লেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত ক’র্‌তে নিষেধ ক’র্‌লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা ক’র্‌লেন,—সন্ন্যাসী ‘আনন্দ’ শব্দে কি লক্ষ্য ক’র্‌ছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—‘আনন্দ’ শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী ‘সুরা’ লক্ষ্য ক’র্‌ছে। এই কথা শুন্‌বামাত্র বিশ্বম্ভর “বিষ্ণু বিষ্ণু” স্মরণ ক’রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন ক’র্‌লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা’লেন,—

‘স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে।
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর

কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তা'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌বার উপদেশ দি'য়েছেন। উর্ব্বশী তা'র অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল, তখন ঐ উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বেদ লাভ ক'র্‌লেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ কর্ত্তব্য

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায়। যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'র্‌তে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁদেরই সঙ্গ ক'রব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হবে যেমন শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময়ে ঠাকুর মহাশয়—যিনি পূর্ব্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকূলে আবিভূ্ত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লে-

ছিলেন, তাঁকেও অসদ্‌ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক ব'লতে লাগ্‌ল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য ক'রেছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'ল্লেন, তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন,—তা'হলে জগৎ ত' রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই ব'লে তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজলেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষিসম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত কর্‌বার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছিলেন, তখন তাঁরা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ি কিন্‌তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর তাঁরা পান কিন্‌তে পানের দোকানে গেলেন বারুই ও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ ক'র্‌লেন—এ সকল দে'খে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'র্‌লেন—যে দেশের কুমোর বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা ব'লতে পারেন, যে-দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যে'তে পারে না, সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘর কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে স'রে প'ড়লেন। যাঁরা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common sense কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তাকে তাঁ'রা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত ক'র্‌তে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাক্‌তে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তম-তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝ্‌তে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চুণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন ; তা'হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর চুণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরমনিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাস, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অনম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ কর্‌বার পরামর্শ দেন, তা'হলে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চুণ সুর্‌কি মিশ্রিত কর্‌বার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা, দেহ ও মনোধর্ম্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং

কর্ম্ম জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকূল্য ক'র্‌তে পারে। পরা ভক্তি লাভ হ'য়ে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ'য়েছে।

'স্বরর্ধে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ।

আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে, বাজারে, যা'কে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা জীবের সঙ্গে 'রাবিস্' মিশা'বার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অধিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁরা তাঁদের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ ক'র্‌তে প্রস্তুত হই নাই, যা'রা বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ে হিমালয়ে আরোহণ ক'র্‌তে চায় আমরা তাদৃশ আরোহ বাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নাই, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে"—ইহাই আমাদের গুরু দেবের উপদেশ। উপরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই

না, তাঁরা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন'ন; দ্বিজিহ্ব লোক—যা'দের বাইরে এক প্রকারের জিভ্, ভিতরে আর এক প্রকারের জিভ্ সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁ'দের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁ'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা' শুন্‌বে না—তা'রা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝ্‌তে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁ'দের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝতে পারেন নাই। সেই জন্য ভাগবত বলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

আমরা যে সকল কথা সাধুকে জান্‌তে দিই না—গোপনে যে সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু যে সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক'র্‌লাম, শ্রেয়: চাইলাম না।

ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তার কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

'সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে'।

ভাগবত-জীবন ক'ার ?—

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থায়ু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।'

'কৃষ্ণে মতি হউক'—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদ্‌চিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞান-লাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটামুটি অর্থ হ'চ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জান্‌তে পারি,—

'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

সকল শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে কৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হ'য়েছেন।

সম্বিৎশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদচিন্মিশ্রাকর ও অচিৎ আকর।

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ'তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনাকে জন্ম গ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনাটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তা' তা'দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনাটাকে অচেতনে পরিণত ক'র্‌তে চান। প্রচুর পরিমানে কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ্ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জ্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূল বস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। সেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা

নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল নিঃশক্তিক অনুভূতি থাক্‌বে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানি জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা' হ'তে পলা'বারজন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক কর্‌বার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তি-রহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদ-চিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁরা 'ব্রহ্ম শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্য দেবের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২/১৩/১২) আমরা একটী শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল

ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্‌বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণ-গণ্ডলিকা যা' বুঝেন, তা, কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্ত প্রগ্রহবৃত্তি ধারণ ক'র্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। (২)

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রে-ছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যে জিনিষকে দেখে,

---

(১) ইহাতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য (কেবলা প্রেমভক্তি) রূপ একমাত্র ফলজনক।

(২) সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি (স্বয়ংরূপ) অনাদি এর সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব-কারণের কারণ।

শুনে, ঘ্রান, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এই সকল প্রকৃতি-প্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই কৃষ্ণ-বস্তু-জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপাকৃত বস্তু।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা কর্‌বার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ প্রকাশ

আপনারা জানেন, অর্চ্চা আট প্রকারের হয়—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ-মনোময়ী, মণিময়ি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্যা-অর্চ্চা এখানে সমুপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপ বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে, পরতত্ত্ব, ব্যুহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যুহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্য্যামিস্বরূপ ও অর্চ্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কাষ্ণে'র শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহকে অপরূপ বিচার কর্‌বার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

ভগবদর্চ্চা ও ভাগবত অর্চ্চার বৈশিষ্ট্য

অনেকে প্রশ্ন ক'র্‌তে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহান্তগুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই ? হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" (৩)

---

(৩) শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন,—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম ; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পুজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী —শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁর পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড় ; তা'র প্রমাণ শ্লোকটী আমরা পূর্ব্বে ব'লেছি।

'তদীয়' ব'ল্‌তে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-অর্চ্চা আপনারা দর্শন ক'রেছেন, এই বস্তুকে যাঁ'রা 'গুরু' বলে বিচার করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু

একগুরু বা জগদ্‌গুরুবাদ মহান্তগুরুবাদ বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। 'তিনি গুরুতত্ত্ব—

সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব ; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী'-'মানদ' হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারি না। সমগ্র জগদ্‌বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আস্‌লে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'র্‌তে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

"সমগ্র জগৎ গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব"

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁদের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁর সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে!

একগুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বৈশিষ্ট্য

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল

আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন ; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ব মহান্ত-গুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধর্‌তে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌত-বাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পেতে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ, অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য—নিত্যজীবন দিতে সমর্থ

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁ'র সেবা নিত্য ; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না। এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণ-ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

শ্রীগুরুদেবের আচরণ-দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা-প্রদাতা

আমরা—বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন;—"আমার এক মাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্‌বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।" এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। তখন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (৪)

মহান্তগুরুর করুণা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্ম তত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারি-

সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি ; সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হ'বেন ? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত 'বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে : কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদরোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' বলে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

চৈত্ত্যগুরুর করুণায় মহান্তগুরুপাদপদ্ম লাভ

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহ-কারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে ? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা' হলে

(৪) সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) বিনষ্ট, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, একথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরু-রূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান ক'রো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবন-দাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমারা একমাত্র উপকারক।' চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌লে আমারা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি— মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে পরিমাণ কপটতা ক'রলাম, সেই পরিমাণে ঠকে গেলাম।

লঘুবস্তু গুরু নহে; শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা

আমার যে-সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখি'য়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেইগুলিকে যে পর্য্যন্ত ত্যাগ না ক'রতে পারবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ করতে পার্‌বেনা—

আমাকে আশ্রয় ক'রতে পারবে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ ক'রতে পার, তা' হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্‌তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্‌তে পারি নাই। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। **সাধারণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট মনে ক'র্‌তে পারি নাই।** আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা' আমার কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্ত্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্য-জাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ক'র্‌তে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না লয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে বদি বলীয়ান্ না হই, তা'হলে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ (৫)

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫/৫/১৮)—

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (৬)

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যাব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পার্‌ব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

তর্কদ্বারা গুর্ব্ববজ্ঞা হয়—গুরু দর্শন হয় না

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাক্‌তে পারে, আমি সেগুলি

বাজিয়ে নেব—এরূপ বিচারের নাম তর্ক পথ। যাঁ'রা তর্ক-পন্থী, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'রতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠান নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধপথে

---

(৫) যে হেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

(৬) ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দ-বাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী জননী নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পাণি গ্রহণ করা উচিত নহে॥

যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়—

* সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবই উদ্ধারকর্ত্তা

শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ কর্‌বার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করি'য়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাক্‌তে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ ক'রে, জীবের কর্ণবেধ

---

* দশটি নামাপরাধ—

[১] সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ? [২] এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর ; [৩] যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, [৪] বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা, [৫] হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, [৬] ভগবন্নাম-

সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং [৭] যাহার নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়া-দ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না ; [৮] ধর্ম্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা, [৯] শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য ; [১০] যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

ক'রে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন ; এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কর্‌ছে, সেই শক্তির কবল হ'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচার-প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ

আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান' মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—"তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।" তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্ব্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কর, হরিকীর্ত্তন কর, তা'হ'লেই তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্‌বে। যদি অহঙ্কারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা' হ'লে * 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

অনেকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান। এ-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশ-বস্তু।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যংর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥

---

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (গীঃ ৩।২৭)

দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে আমিই করি এরূপ মনে করে।

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্ত আত্মার নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা' আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থ-পরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা' হ'লে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যে'তে পার্‌ব না—যিনি গুরু ন'ন, তাঁকে গুরু মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্দ্ধন করবো।

মনন ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ কর্‌তে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ কর্‌বার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বক্‌কে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হলো, সেব্য-বস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—যাঁ'র আলেখ্য আপনারা দর্শন ক'র্‌ছেন, তিনি ইহ জগতের কোন ভোগ্য বিষয়ের উপদেশক ন'ন। আবার ইহ জগতের সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত ; আমার দুর্ব্বলতা-ক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে সকল কথা বল্‌বার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুণ্ড হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি

কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয়া অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি; তা' হ'লে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন—প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'র্‌বেন, যাঁ'তে ক'রে আমি তাঁ'র দয়ার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌ব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্ত্তন হ'তে ছুটি হ'বে—জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে ছুটি হ'বে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরু-কথা ব'লে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য কথায় সর্ব্বদা প্রমত্ত; কিন্তু আমার গুরুদেব,—

"শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্‌গত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁর নিজ-পাদপদ্ম দান ক'র্‌বেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, অতিমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে তাঁ'র চরণ একান্তভাবে আশ্রয় ক'র্‌ব? এমন দিন আমার কবে হ'বে?

যাঁ'রা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাঁরা রূপানুগ—তাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন, তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ ক'র্‌তে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাস ক'রে ভগবানের যে নাম-ভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে জানি, গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌত-বাণীর নিন্দা ক'র্‌তে নাই—গুরুব্রুবগণকে

পূজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা ক'র্‌ছি, 'আমার গুরুদেব' এই কথাটি বল্‌বার মত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় কত উচ্চে গুরুপদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পারি কই? আমি নিদ্রাকালে গুরুপাদ-পদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়াদাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্ব্বল আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না ক'র্‌লে আমি তাঁ'র দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ কর্‌তাম। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়া-সিন্ধুর এক বিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন ক'র্‌তে পারে।

তিনি কতই না দয়া ক'রে আমাকে ব'ল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যে'তে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পা'বে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক', এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে ক'র্‌ছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম. কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে যিনি কৃপা ক'রেছিলেন, তাঁ'র দয়ার কথার সীমা ক'র্‌তে আমি অনন্ত কোটি জীবনেও পার্‌ব না, বা

কেহ কোন দিন পার্‌বে না। তাঁ'র ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশাবন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তা'তে নিত্যকাল জীবিত থাক্‌তে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণ অনিত্য কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্ব্বল ব'লে মনে হ'য়েছিল, গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যা'ব, তাঁ'র কথা শুন্‌তে পা'ব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন। তাঁ'রা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন, ভাগবত প'ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁ'রা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যা সমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌বার সৌভাগ্য হয়।

যে পরিমাণে হরিবিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর দ্বারা দেখ্‌বার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ ক'র্‌বার স্পৃহা হ'বে, গ্রীষ্মকাকে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব কর্‌বো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—বাক্য ব'লেছিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের সেই বাণী শুন্‌লেন,

আর বাদ বাকী লোক মনে ক'র্‌ল সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ ; তিনি ত' ব'ল্‌বেনই—'সকল ছেড়ে আমার সেবা কর'। কিন্তু যে সেবা করবে, তা'র দুঃখের দিকে ত' তিনি আর দেখ্‌লেন না।

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. আমি যা' বুঝি, এ'টাই খুব ঠিক,—এ'কথা না বল্‌লে আত্মপক্ষ সমর্থন হয় না ; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান ক'র্‌বে কে ? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবকমূর্ত্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হলে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁ'র অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্ব্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্যে যদি তাঁ'র দোহারগিরি করেন, তবে তাঁ'দেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন ; যাঁ'রা যাঁ'রা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি কর্‌বেন, তাঁ'দেরও গান গাওয়া হ'বে—মঙ্গল হ'বে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হ'য়ে যায়, তা' হ'লে অনুভূতি বলে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁ'রা পেয়েছেন, তাঁ'দের আর পাথর হ'বার ইচ্ছা হয় না। যাঁ'রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' ব'লে মনে

করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁ'দের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাক্‌তে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'র্‌বেন? যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি নির্ম্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারি? যিনি ভগবৎপাদ-পদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে খানিক জানতে জান্‌তেই আয়ু ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুদিগের মুখ-কথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়।

ভবদীয় বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করিলে কি ফল হবে?

"হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পারেন।

কীর্ত্তনীয় বিষয়টী কি?— নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয় যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'র্‌তে পার্‌ব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌বার জন্য সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্ম্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ব'ল্লেন, তখন বহির্ম্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'র্‌লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্‌লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে ক'র্‌লে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্ম-প্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন কর্‌ছেন। "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদ-পদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে উঠ্‌তে পারি নাই, জাগতিক কোন সহায় সম্বলে আস্থা স্থাপন কর্‌তে

পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছেন।

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা ক'র্তে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কার্ষ্ণ—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাদ্ভাবে দেখ্তে পেয়েছি, তথাপি আমি 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা ক'র্তে পার্ছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দে'খেছি, তা' মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'র্লাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য ক'র্ব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'র্লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ কর্ব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন তাঁ'র কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, আমি যাঁ'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব'লে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচারপর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'র্‌ছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ ক'র্‌বার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুন্‌বার সুযোগ দিয়েছিলেন।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর প্রার্থনা শু'নে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা'

হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা কর্‌বার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পার্‌বেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক্‌ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন, এবং মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হ'লেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ

করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌লেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জ্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা ব'লেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপা-প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাক্‌তেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাক্‌তেন, কখনও পাঁক খে'য়ে থাক্‌তেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাক্‌তেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর্‌তেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আস্‌ত; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পে'য়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থ-প্রিয় ব্যক্তিগণ মনে কর্‌তেন যে, তাঁর অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা কর্-

তেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পার্‌লাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন ; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা—এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জান্‌তেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা ? বনমালি রায় ম'শায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না ; কেন-না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা কর্‌বার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হ'লে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হতে পার্‌বেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন ; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পারমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহংস্যধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না।

একবার একটি কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু

বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে, তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান কর্‌লেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে, তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় কর্‌বার অধিকার আছে? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি কর্‌লে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান কর্‌লে তাত্ত্বিক লোক তা'কে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

আর এক সময় একজন ভাগবতের বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ-মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ কর্‌ছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি ; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগ-ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখ্‌তে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝ্‌তে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁ'র পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বল্‌বার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ কর্‌লাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন ; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম কর্‌ছি।

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর আলেখ্য শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তৎপরে সমবেতকণ্ঠে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটি গীত হইল,—

যে অনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা গৌরকিশোর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এর কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে এ অধম দাস ॥

গুরুসেবায় মহিমাত্মক মহাজন গীতাবলীসমূহ কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।]

—ঃঃ—

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

পূর্ব্বাকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটি নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে সময় সে দেশে তাঁ'র সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁ'র নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা স্থলে "আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি আসঃ আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিন্দাশ্রবণে তাঁ'র হৃদয় অত্যন্ত ব্যাথিত হলো। তাঁ'র দুই চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বললেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাকতে এরূপ জঘন্য অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁ'র অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের জঘন্য প্রদেশের তুলনা

করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য নয় ? রামানুজের এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লেন,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা ! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন ! শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে ? রামানুজ তখন বিনয়-নম্রবচনে বললেন,—হ্যাঁ আচার্য্য অদ্বৈত-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত কর্‌বার জন্য যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যসূরিগণের আনন্দবর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা কর্‌লেন,— কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতি কপ্যাসং নালস্থিতমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ তাঁহার (পুরুষোত্তমের) চক্ষুদ্বয় নালস্থিত অম্লান পদ্মের ন্যায় রক্তিমাভ। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিন হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতীগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী ; এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় কর্‌বার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

> বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্।
> কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন, না মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্, না অন্য কিছু ? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি ত্রিপুটীবিনাশমাত্র নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বাঽন্যরূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিতা হয়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

ভগবান বলছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন' আমিও তাঁ'কে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য কর্‌ছে। কৃষ্ণ বল্‌ছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁ'র যে কোন প্রকারের তটস্থ-গত বিচারের প্রপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তরসে প্রপত্তির

পরাকাষ্ঠা। 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা, হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখ্‌ছেন, তাঁ'র যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্‌তে হ'বে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্‌॥

কৃষ্ণ ব্যতীয় ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটি গৌন রস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্‌
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বল্‌লেন—অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান করছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন, তখন যাঁ'র সেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে

লাগ্‌লেন। বীর রসপ্রিয় মল্লগণ দেখ্‌ল, যেন কৃষ্ণ তাঁ'দের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁ'কে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করলেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁ'কে স্বজনরূপে দেখ্‌তে লাগলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। পিতা-মাতা তাঁ'কে সুন্দর শিশু-রূপে দর্শন কর্‌লেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাটরূপে, শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁ'কে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অন্য কথায় ঘুরে টুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ-নিষেধ বল্‌বে। বহির্জ্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃতজ্ঞান যে প্রমা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তা' জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদীর

ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করা'বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর দ্রোহিতা এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার।"

এ সকল কথা আলোচনা করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্যপ্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাক্‌বে।

'আমি' জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ'তে যে শরীরটা লাভ ক'রেছি, সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছি, সে জিনিষগুলি আমি? এ'তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হ'তে এসব আলোচনা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এসব কথাই কথাই আলোচনা কর্‌ছি—প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বক্ষণ আলোচনা কর্‌বার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা ক'রেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা ক'রেছি, জাগ্রত থাক্‌বার সময়ও আলোচনা ক'রেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা কর্‌তে কর্‌তেই আমার শরীরও পতন হ'য়ে যা'বে।

'আমির' বিচারের অন্দরমহলে ঢুক্‌বার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে

দু'টো দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তা'রা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মুরলী-নিনাদ কাণে আস্‌ছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্ম্মকোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেণ্ট সূত্রে ম্যানেজার-সূত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত কর্‌ছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক হ'চ্ছে—ফোর্‌ম্যান, যেমন জুরীর ফোরম্যান থাকে। চেতনের বাক্ একপ্রকার, আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অন্যাত্মা, তা'র প্রমাণ—গীতা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

পরা প্রকৃতি—জীব, তা' তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তা'র সম্বন্ধ র'য়েছে। পরা প্রকৃতি—যা'কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা'তেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি ব'লে কথা আছে,—"ওঁ আহস্য জানান্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন কর্‌বার মত সুমতি লাভ কর্‌তে পারি।

—::—

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ

বিষয়—(সম্বন্ধ পর্য্যায়) উপাস্য পর্য্যায়, উপাসক পর্য্যায় ও বাস্তব-অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

উপনয়ন ব'লে একটি কার্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ। মাতৃকুক্ষি হ'তে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে সাবিত্র্য সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরষে মাতৃকুক্ষি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা এক প্রকার শরীর; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে সময় আচার্য্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন করা'বার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্যের গৃহে যে জন্ম হয়, সে'টি দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা

রক্ষা হ'ক, এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য্য—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে—সমীপে বাস। 'উপ' পূর্ব্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্। ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তিকালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তববেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে কার্য্য করি, তা'রই নাম উপাসনা। যাঁর নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে উপাস্য বলে ; যিনি বেদ-পুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।

যজ্ঞের বিধি ভিন্ন যুগে ভিন্ন রকমের,—

> কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
> দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

১। ধ্যান-যজ্ঞ—সত্যযুগে, যখন চা'রপাদ ধর্ম্ম ; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতাযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম ; ৩। পরিচর্য্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম্ম ; ৪। কীর্ত্তন-যজ্ঞ—কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান করছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কির্ত্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ ; যে কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌতপথ। ঐকান্তিক শ্রৌতগুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বল্ছেন,—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পুজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়া দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে জিনিষটা চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠতে চেষ্টা করি, তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগা'তে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যে'তে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি' (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু-আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে পূজা কর্‌বার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবাযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি কর্‌তেন, ধ্যানাদি কর্‌তেন, তাঁ'রা অপরের সেব্য—এ বুদ্ধি করতেন না; তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা কর্‌তেন। উপাসনাকাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা,—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম॥

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব কর্ছেন—স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান কর্ছেন ; এ সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট র'য়েছে। তাঁ'রা নিজদিগকে উপাস্য বস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হ'য়েছে, এরূপ কথা কেবল জ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদি যেরূপ স্থির ক'রেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ কর্বার বহু পূর্ব্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে সেবা কর্ব, উপাসনা কর্ব',—এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে—উপাসনা পরবর্ত্তীকালে তৈরী হ'য়েছে ; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন ধর্ম্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল—বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি ও দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তি-সম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্ব্বক দেবতাদের সেবা কর্তেন। এই সেব্য-সেবক-ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম্ম-প্রণালী লক্ষ্য লক্ষ্য করি, প্রাগ্‌ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি প্রচুর

পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভ্যতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি যদি কারো সেবা ক'রে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেব্য-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্ পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হ'য়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা করছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই—চিদচিৎ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য—এই তিনপ্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত—সেব্য-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত যেখানে একের অধিক 'অনেক' ব'লে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে একটি অপরকে সেবা করছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা ব'লে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অথচ আমরা বুদ্ধিমান্ ও মুক্তিপরায়ণ অভিমান ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকে স্থাপন করতে চাই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা' হ'লে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা করবার জন্য আমি যে চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—তিন ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক—একজন দেখ্‌ছে আর একজন

দেখাচ্ছে—এঁদের উভয়ের বৃত্তি রহিত হ'য়ে যা'ক—এই ব্যাপারটার নাম—জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য্য নষ্ট হ'য়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে—ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যে'তে পার্‌লাম মনে করি। আমরা কোন একটা কার্য্যের মধ্যে আছি—কর্ম্ম কর্‌তে বসেছি, তা' নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হ'বে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্য্যন্ত কর্‌ছি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হ'চ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব। এরূপ প্রস্তাব যে স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হচ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা' এক নহে,—বহু। কথায় বলে একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা কর্‌তে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা কর্‌তে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবা হ'রে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিমান্ লোকগণ বলেন যে ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা রয়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেব্য-সেবক-ভাবে আবদ্ধ র'য়েছে। তা'র মধ্যে সেব্য হ'য়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হ'ব না উপাসক হ'ব ? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, তা'দিগকে বলা হয়—বাউল। বাউল বলে,—"আমি ভোক্তা, এই গৃহ আমার সেবা কর্‌বে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহি বাউল ও ত্যাগি বাউল। কতকগুলি ত্যাগি বাউল আছে, তা'রা ভোগই কর্‌বে মতলব ক'রে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে ! 'আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক, 'তা'দের এরূপ বিচার !

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে,—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ইহারা বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তি পরিণামবাদের কথা বলেন, বিবর্ত্তবাদের কথা বলেন না।

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন,—বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন. পরতত্ত্ব—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ; কিন্তু এটা বদ্ধাবস্থার কথা। মুক্ত অবস্থায় তা'র বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু হ'চ্ছেন—বিষ্ণু ; বিষ্ণুতেই পারতম্য আছে—তাঁতেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ ॥

সদাচার যাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা, তাঁ'রা রাজনীতি

নিয়ে থাকেন। আর যাঁ'রা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য্য কর্‌বার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন—ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য—তাঁ'দের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁ'দের যা প্রয়োজন, ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ কর্‌বেন, বেশী হ'লে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা করবেন না; রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

অনেকস্থলে যেমন আদবসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাব-গ্রস্থ ভিক্ষুক, তা'দের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাবগ্রস্থ ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার ক'রে ফেল্‌লে জিনিষটা উল্টে গেল।

Vagrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তা'র ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'য়ে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা; যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁ'দের যখন যা দরকার হ'বে, তাঁ'রা যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁদের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁদের ব্রহ্মাজ্ঞানালোচনার জন্য যত-টুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অসুবিধার অতল গর্ত্তে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহজগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতর অভিমান করেন, তা' হ'লে এরূপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেব্য ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথায় এসে উপস্থিত হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা উরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হ'তে ক্রমে অধমাঙ্গে অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদ-কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল – সর্ব্বোত্তমাঙ্গ, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্ত্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, সেই ব্রাহ্মণের নামই— বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা মাথা ক'রে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের উরু যে-কার্য্য করছে, সমাজের মস্তিষ্ক-স্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়মিত করছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা ব'লে দিচ্ছেন,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন কৃষ্ণভূমিতে— নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যতো গন্তঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্। (ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল সম্প্রদায় বলে,—"আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ করব" বা গৃহি বাউল যদি মনে করে,—'আমি ভোগ করব,' তা' হ'লে বহির্জ্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা করতে পারা যা'বে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যা'র নিত্যসেবক, তাঁর সেবা যদি না করেন, তা' হ'লে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হ'য়ে যান।

এক শ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ ; সুতরাং পর জগতে আর দাসের বৃত্তি কর্‌ব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব—উপাস্য হ'য়ে যাব !—যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণ-তাড়িত জগৎ ! 'বৈকুণ্ঠ' কথটী না জানা থাক্‌লেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিম্বে বিকৃত প্রতিবিম্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নাই—সেখানে কেবল 'শ'—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টান্‌তে তা'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান, কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যে'তে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড়লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে অনায়াসে গুণ টান্‌তে পার্‌বে। ঐ মাঝি এমন নির্ব্বোধ ছিল যে, সে তার দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলির তা'র ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে চে'য়েছিল। তা'র এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকাই পাওয়া যায়, তা' হলে আর তা'কে গুণ টান্‌তে হ'বে কেন ? যা'রা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যক্ষিক-বিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে ; মনে কর্‌ছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধাপূর্ণ দাস্য সেখানেও থাক্‌বে, তা'রা এই মাঝির ন্যায়ই

অজ্ঞ। সেখানে যে দাস্য—মুক্তাবস্থায় যে দাস্য, তা'ই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্ জিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর্‌বার জন্য গমন কর্‌লেন, বিরোচন তাঁ'র বাহ্য-স্থূল দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে, তা'কেই আত্মা মনে কর্‌লেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি কর্‌বার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্‌তে লাগলেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউল-গিরি কর্‌বার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চল্‌ছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যা'দ্বারা সূরিগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম ব'লে দেখ্‌ছিলেন, তাঁ'কে যখন আক্রমণ কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, তখন অদ্বৈত-বিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণুপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তা'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন ; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপো লোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেন না পূর্ব্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগি-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণু কর্ত্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন। বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হ'য়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁ'রা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন, উপাস্যবস্তু নির্বিশেষ, তাঁর উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা বা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে পার হওয়ার জন্য তাঁরা এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। তা' হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগত একটি শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান বিরাগ-যুক্তম্॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাদসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরোধী হওযাই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছাড়খার হ'য়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হলেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হ'তে পারেন। "তৃণাদপি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরিকীর্ত্তন। কাম-ক্রোধাধিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সম্ভোগবাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতীদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিক-ধর্ম্মে যে সত্যের উদয় হয়, তা' সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম-সেবা—জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁ'র সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য।

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন; শ্রুতি-মন্ত্রের সর্ব্বতোমুখী বিচার গ্রহণ কর্‌বার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় কর্‌লেই মায়ার দুষ্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে যে'তে পারি। পূর্ব্বতন মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব্বমহাজনগণ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ'য়েছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা,

নামই—বাসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে অযৌক্তিক রাজ্য হ'তে পার পেতে পারি। 'তমঃ' অর্থে- মায়াবাদ, কর্ম্মবাদের ভোগ-প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডীগণ এই বিচার অবলম্বন ক'রে সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করে অগ্রসর হ'বেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ'তে পারে বা হ'বে, সকলেরই উপাস্য বস্তু। এই শুষ্ক বংশদণ্ডের, এই টেবিলের (নিকটস্থ বস্তুগুলিকে হাতদ্বাড়া দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিলেন) কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা কর্‌বার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরম সেবকের সেবা ব্যাতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায়, তা' হ'লে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি সেবা করতে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্ত পরতম-পরতম-পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ-কারণ কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ'য়েছে—যাঁর রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁর ভৃত্যসমূহ মহারূপবান্ হ'য়েছেন। তাঁর ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে সেবা কর্‌বার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে যাই তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সাজা'তে চাই, তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সা'জাতে চাই, তখন অভিসার

ব'লে একটা কার্য্য হয়—"শুক্লাভিসার," আর 'কৃষ্ণাভিসার' চাঁদ উঠ্‌লে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠ্‌লে যেরূপভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। (এ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল অন্যরূপ ধারণ করিল, তিনি সাধারণের সভায় এসকল কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া ভাব সংকোচ ও বাক্যের আবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন) আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বল্‌তে চাই না—দুর্ব্বলা জিহ্বা ব'লে ফেল্‌ছে; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হলাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বানংস্তস্যৈস আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

নিতাই-পদ-কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

নিতাই—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব স্বয়ংরূপ ন'ন। অন্য একটা বস্তুর সাহায্যে সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি বলবান্ তিনি। তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সরিয়ে নেওয়া যায় না, তিনি নিঃশক্তিক ন'ন। বলশক্তি—বলদেবশক্তিমত্তত্ত্বের শক্তিবিশেষ। যদিও তাঁ'তে শক্তিমত্তত্ত্বের বিচার প্রবল র'য়েছে, তথাপি তিনি শক্তিজাতীয়। উপাস্য-পর্য্যায়ে কৃষ্ণের পরবর্ত্তী সময়ে বলদেব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধরূপে বিরাজিত। এসকল ত্রিগুণের অন্তর্গত হ্রস্ব, দীর্ঘ

ও পরিমণ্ডকে পরাভূত ক'রে চতুর্থ আয়তনের কথা। পঞ্চম স্তরের কথা আরও উপরের। পঞ্চম রাগ—কৃষ্ণের মুরলীর কথা—

প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ে একীভূত যে নারায়ণ বস্তু, সেই জিনিষটি বলদেব প্রভুর দ্বারা প্রকাশিত হ'য়ে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাঁ'র নিকট 'ব্যূহ' বলে একটা ব্যাপার আছে। উপাস্যতত্ত্বের পঞ্চ প্রকার স্বরূপ। যাঁরা অর্থপঞ্চক আলোচনা ক'রে-ছেন, তাঁরা এসকল কথা জানেন। অর্থপঞ্চকবিদ্ ব্যতীত আমরা অপরের নিকট জ্ঞান লাভ কর্‌তে পারি না। অর্থপঞ্চকের জ্ঞান না থাক্‌লে গুরুর কার্য্য হয় না।

অর্চ্চাবতার—আট প্রকার। অর্চ্চাবতার আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীবকে—অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কৃপা কর্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ। কোথায় সেই দ্বাপরান্তকালে কৃষ্ণ প্রকটলীলা ক'রেছিলেন, আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব সেইকালে জগতে পারে নাই—আমরা কৃষ্ণের দর্শন লাভ কর্‌তে পারি নাই—কৃষ্ণের কথা কিছুই জানি না; কিন্তু কৃষ্ণের অর্চ্চা আমাদের কত মঙ্গল কর্‌ছেন। এই অর্চ্চা—সার্ব্বকালিক। আমরা বহু পরে জন্ম-গ্রহণ করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি। অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে তিনি আমাদের আত্মার সেবা-বৃত্তিকে উদ্বোধন কর্‌ছেন।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক গুণমায়া ও জীবমায়া-রচিত বস্তুতে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন এবং আমাদিগকে নিয়মিত কর্‌ছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠনি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

বৈভব—নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

—প্রভৃতি শ্লোকে নৈমিত্তিক যুগাবতারকে লক্ষ্য কর্‌ছেন।

ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ একটাই জিনিষ। একপাদ দর্শনে সর্ব্বদর্শন হয়। ইহজগতে যে একপাদের বিচার, গণিতশাস্ত্রে তা'র কতকটা বুঝ্‌তে পারি-সেবকের কতটা প্রাচুর্য্য, সেব্যের কি ভাব, আমরা তা বুঝ্‌তে পারি।

পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাৎপরতত্ত্ব—বলদেব, পরতম পরাৎপর-তত্ত্ব—কৃষ্ণ। বিষ্ণু মূল আকরতত্ত্ব— ; যেমন দুগ্ধ অম্লের যোগে দধি। দুগ্ধ বিকার হ'য়েছে যেখানে, সেখানে দধিরূপ রুদ্রতা। বিষ্ণুর বস্তুতঃ বিকার নাই, কিন্তু আমার ধারণায় যে বিকৃতভাব, সেইটি রুদ্রত্ব। বিষ্ণুতে বিকারের আরোপ করা গেলে মূল আকর বস্তুর ধারণা অবিকৃত বা যথাযথ (intact) না রেখে তাঁ'র পরি-বর্ত্তন ক'রেছি যে জায়গায় অর্থাৎ mutilated, distorted formএ যে আমাদের দেখা তা রুদ্রত্ব।

ব্রহ্মা—বিভিন্ন স্ফটিক আধারে সূর্য্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায়,—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ।
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সূর্য্য—কালক্রমে অবস্থিত ১২টী রাশিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সূরমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি। কালটা তাঁ'র বাইরের প্রকাশ।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১।১)

গণেশ—বিঘ্নবিনাশকারী। 'ললিতবিস্তর' পাঠে জানা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে এই গণনায়কত্ব বা গণাধিপত্য কিরূপ প্রবল ছিল। গণেশ জাগতিক কর্ম্মরাজ্যের সিদ্ধিদাতা, বৈশ্যগণের আরধ্য। বৈশ্য-জগতে গণ-ধর্ম্ম, গণ-মত, গণগড্ডলিকার বিচারেই প্রাবল্য।

বিষ্ণু—অধিকারী ; তিনি সর্ব্বব্যাপী ; তিনি মায়াধীশ ; তিনি জীবের ভোগবৃত্তিদ্বারা সেবিত হন না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ জীবের ভোগপর চিন্তাস্রোতের দ্বারা সেব্য। কিন্তু বিষ্ণুর সেবাকাঙ্ক্ষিগণের বিচার এইরূপ,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতংলব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

পারমার্থিক-আলোচনা-সম্মিলনী হ'তে যে ১২৫টি প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সেই সকল প্রশ্নের এক একটি ক'রে আলোচনা ৯ দিবসে অসম্ভব। আমরা কেবল ৯ দিবসে ৯টি মূল বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা কর্‌ব এবং ঐ ১২৫টি প্রশ্নের উত্তর ১২৫টী প্রবন্ধে কাগজে দিবার যত্ন কর্‌ব। অন্যান্য লোকেরা যে সকল উত্তর দিয়েছেন, তা' অনেক স্থলে অসম্যক্, অনেক স্থলে বিকৃত উত্তর হ'য়েছে। আমরা কি কথা বল্‌তে বসেছি, তাও তাঁ'রা সুষ্ঠুভাবে ধর্‌তে পারেন নাই। আমাদের এই ৯ দিনের আলোচনা—থালার মধ্যে হাতী পোরা'র মত ব্যাপার হ'য়েছে। ৯ দিন ধ'রে মানুষ দুই ঘণ্টা করে সময় দিবে, এত সৌভাগ্য হ'বে, তাও জানিনা। আমাদের এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়ের একটা সূচী বা উপোদ্‌ঘাত মাত্র দেওয়া হচ্ছে, তা'তে অনেক কথা বাকী থেকে যাচ্ছে, মানব-জাতির অনেক তর্ক র'য়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার যদি বিস্তৃত ক'রে আলোচনা করা যায়, তা' হ'লে অনেকে ব'লে থাকেন, অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকেরই এসব বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই। যা'ক্ আমরা যতটা জগতে শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে পারি, ততটাই আমাদের সকলের মঙ্গল। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হ'য়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাকে এই স্থানেই ক্ষান্ত হওয়া দরকার। আমি সকলকেই দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

—ঃ—

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের স্বারস্বত নাট্যমন্দির।

সময়—২৪শে মাঘ শনিবার ১৩৩৭ সন, কৃষ্ণা-পঞ্চমী রাত্রি ৯ ঘটিকা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌বার অবসর দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা কর্‌বার; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরুসেবা কর্‌বার সুযোগ আমরা একবৎসরকাল পেয়েছি। যদি-শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁ'র সেবা হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত কর্‌বার অভিলাষ করতেন, তা'হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ করতাম্ না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ ক'রেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পেরেছি কিনা, সে বিষয় আলোচনা কর্‌বার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা কর্‌বো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা কর্‌বো, বা আমারই একা কার্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু গুরুদেবের দয়ার্দ্র চিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ।

সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে করতে পারবে না বা অপরকে করতে দেবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরু-পাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা' সঙ্কীর্ত্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখ্তে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে স্তব-নীয়ের স্থান উচ্চে ; কথাটি তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝতে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে ভগবান্‌কে ডাক্তে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহয্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্যটি কর্তে হ'বে তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবানকে ডাকতে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্তে ব'লেছেন ; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি তখন যদি তাঁ'কে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তা'হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাক্‌লে তাঁবে-দার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না।

কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবালম্বন কর্‌তে হয়। আমরা দদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হলে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এটে রাখি, তা' হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্মম্ভরিতা বিনাশ কর্‌বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক্‌লেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবেব পরিচায়ক. এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম

জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে,—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত বস্তুও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব'লেছেন,—
আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণগুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।"

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামী কাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল দেখ্‌তে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্য-জ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জান্‌তে পারি

না। সেইরূপ রাজ্য কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না ; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না, উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপাতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও আমরা অধঃ-পতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেতার সেখানোরর গুরু বা কসরৎ সেখানোর গুরুর কথা বল্‌ছি না, তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই—সে গুরু, গুরু নয় ; সে পিতা, পিতা নয় ; সে মাতা মাতা, মাতা নয় ; সে দেবতা, দেবতা নয় ; যে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে পারে না! পারেন—এই জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি,

পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে' গুরু-পাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিবিনষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীত নিবারনের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। **আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—**

ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য 'গুরুপূজা' করতে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,— আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতি-বস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চুত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

[হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়েছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে।]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ কর্‌ছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌বার অবসর হয়। নন্দ গোবিন্দ, যশোদা গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফুর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবা লাভ কর্‌বার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুন্‌বার অবসর পেলাম, কেমন নিষ্ঠার কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় * অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তা'তে আমাদের শুন্‌বার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর্‌তে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিম্ব আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমি দাম্ভিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুন্‌বার অধিকার কেন হয়? শ্রীগুরু-

পাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুন্‌বার অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ মহাশয়ের পঠিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন।

প্রদর্শন কর।" বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত মূর্ত্তির ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি দেখ্‌লে মনে হয়, আমার ইহাদের সঙ্গে হরিসেবা কর্‌বার জন্য কোটি কোটি জন্ম লাভ হউক—ইহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যা'ক্।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—'আমরা যখন প্রথম মুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার কর্‌তে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বল্‌তে পারি না। আমি ত' দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-সকল! আমি দেখ্‌ছি তাঁ'দের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁ'দের সঙ্গে আমার সেই পাষণ্ডতা কত কমে গেছে! আমি দেখ্‌ছি আমি বিমুখ হ'লেও সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদ-পদ্মের কৃপায় আমি জান্‌তে পেরেছি—

"বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এই মাত্র জানে॥"

আমি ত দেখ্‌ছি সকলে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন কর্‌ছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অল্পভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক; তাই বল্‌ছেন, তাঁ'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন কর্‌তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চা'ন যে, আপনাদের প্রাণ-প্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতর-ভাবে করেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভাজনে আমি ধর্‌তে পার্‌ছিনা, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌ছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন কর্‌তে পার্‌লাম না; আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ছি!

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অন্বেষণ করে?—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যা'দের বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যা'রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্তিলাভ করেছেন বলেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ কর্‌তে চা'ন না।

গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—"নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(গীঃ ৯।৩০-৩১)

যাঁ'রা অনন্যভজন ক'রেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

(ভাঃ ১১।২৮।১)

[আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না।]

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্‌লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্‌লে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

[যদি কেহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্যহৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন।]

জীবন অল্পকালস্থায়ী। আমরা পূর্ব্ব বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌তে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যা'দের কৃপা কর্‌লেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বার জন্য—'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্য এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত-সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুসেবা কর্‌ব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বলতে পারে না—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি, তা' হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা' ব'লে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে কখনই আদর কর্‌বো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াবশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
তচ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধের অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝ্‌তে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জান্‌তে পারি, তাঁ'র কোনটি সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদামা, দাসরতে গুরুপাদপদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ কর্‌ছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

—— :: ——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ-সমূহ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্ধ ৪০৲ ২য় স্কন্ধ ৩৫
৩য় স্কন্ধ ৪৫৲ ৬ষ্ঠ স্কন্ধ যন্ত্রস্থ ৭ম স্কন্ধ ৩৫
৮ম স্কন্ধ ৪০-০০ ৯ম স্কন্ধ (যন্ত্রস্থ)
১০ম স্কন্ধ ১৫০ ১২শ স্কন্ধ ৩০-০০
শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু ৪৫-০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৫০-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩০-০০
প্রেমসম্পূট, গীতি-গ্রন্থাবলী ২-০০, ১৫৲
শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্ ৫০-০০
শ্রীসরস্বতীবিজয় ৩-০০
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩-০০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত ৩০-০০
শ্রীকেদারনাথ দত্ত ৩০-০০
শ্রীভজন-রহস্য ৬-০০
তত্ত্ববিবেক, তত্ত্ব সূত্র, আম্নায় সূত্র ৩০৲
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৩-০০
শ্রীনবদ্বীপধাম ৩-৫০
কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ৬-০০
শরণাগতি ২-০০ গীতাবলী ২-০০
গীতমালা ১-৫০ কল্যাণকল্পতরু ১-৫০
সাধককণ্ঠমালা (১২শ সংস্করণ) ৫-০০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৭-০০
গৌড়ীয়কণ্ঠহার ২০-০০
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা খণ্ড ৬-০০
শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৬-০০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ১৫-০০
শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর ৩০-০০

জৈবধর্ম ৩৫-০০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৬-০০
অর্চনপদ্ধতি ৪-০০
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ৩০-০০
একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ৬-০০
মহাজন চরিতকথা ৪-০০
সচিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা ৬-০০
ছোটদের সচিত্র চৈতন্যলীলা ৬-০০
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত ৬-০০
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৬০-০০
উপদেশামৃত [টীকা ও অনুবাদসহ] ৩৲
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবাদসহ] ৩৲
চিত্রে নবদ্বীপ ৬-০০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৫-০০
শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ ২০-২৫
শ্রীভাগবতধর্ম, শ্রীহরিনাম ২-০০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩০-০০
বিলাপকুসুমাঞ্জলী ৪-০০
গুরুশ্রেষ্ঠ, প্রেমবিবর্ত ২-০০, ৪-০০
গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক ৬০৲
শ্রীশ্রীগৌর কিশোর লীলামৃত লহরী ৫৲
শ্রীরাধাগোবিন্দ-গুণাবলী ৩-০০
গৌড়ীয় বার্ষিক ভিক্ষা ২০-০০
শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা ৬-০০
প্রভুপাদের পত্রাবলী
(১ম + ২য় + ৩য়)
৪-০০, ৬-০০, ৬-০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ৭০বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬